সেই অস্ত্র

— আহসান হাবীব

HSC Bangla 1st Paper | Class XI–XII | Learnfinity BD

বিভাগ ১ — কবি পরিচিতি

পুরো নাম	আহসান হাবীব
জন্ম	২ জানুয়ারি ১৯১৭
জন্মস্থান	শংকরপাশা, পিরোজপুর, বাংলাদেশ
মৃত্যু	১০ জুলাই ১৯৮৫, ঢাকা
পেশা	কবি, সাংবাদিক, সম্পাদক (দৈনিক বাংলা)
সাহিত্য ধারা	আধুনিক বাংলা কবিতা — মানবতাবাদী ও প্রকৃতিঘনিষ্ঠ
বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ	রাত্রিশেষ (১৯৪৭), ছায়া হরিণ (১৯৬২), সারা দুপুর (১৯৬৪), আশায় বসতি (১৯৭৪), মেঘ বলে চৈত্রে যাবো (১৯৭৬)
পুরস্কার	বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬১), একুশে পদক (১৯৮৩)

আহসান হাবীব বাংলাদেশের আধুনিক কবিতার অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর কবিতায় যুদ্ধবিরোধী চেতনা, প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা এবং সাধারণ মানুষের জীবনবোধ গভীরভাবে প্রতিফলিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দেশভাগের বেদনা তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।

> বিশেষ তথ্য: আহসান হাবীব দৈনিক বাংলা পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কলম ধরেছিলেন।

বিভাগ ২ — কবিতার পটভূমি ও প্রেক্ষাপট

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

'সেই অস্ত্র' কবিতাটি রচিত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী প্রেক্ষাপটে। ১৯৪৫ সালের ৬ ও ৯ আগস্ট জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করে। মুহূর্তের মধ্যে প্রায় ২ লক্ষ মানুষ নিহত হয় এবং লক্ষাধিক মানুষ আজীবনের জন্য পঙ্গু ও বিকৃত হয়ে যায়।

এই ভয়াবহ ঘটনা বিশ্বজুড়ে মানবতাবাদী কবি-লেখকদের গভীরভাবে নাড়া দেয়। আহসান হাবীব তখন উপলব্ধি করেন — পারমাণবিক অস্ত্র সহ সমস্ত সহিংস অস্ত্রের বিরুদ্ধে একমাত্র প্রতিরোধ হলো ভালোবাসা।

কবিতার মূল বক্তব্য

কবি সারা কবিতা জুড়ে একটি রহস্যময় 'অস্ত্র' ফিরে পেতে চান — এবং একেবারে শেষে সেই পরিচয় উন্মোচন করেন: সেই অমোঘ অস্ত্র হলো 'ভালোবাসা'। কবিতাটি মূলত একটি শান্তির আবেদন — যুদ্ধের বিরুদ্ধে, ঘৃণার বিরুদ্ধে, আধিপত্যের বিরুদ্ধে।

ট্রয়নগরীর প্রসঙ্গ

গ্রিক পুরাণ অনুযায়ী, ট্রয় ছিল এশিয়া মাইনরের (বর্তমান তুরস্কে) একটি সমৃদ্ধ নগরী। হেলেনকে কেন্দ্র করে গ্রিক ও ট্রোজানদের মধ্যে দশ বছরের যুদ্ধে এই নগরী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। কবি এই প্রতীকটি ব্যবহার করেছেন ইতিহাসের চিরাচরিত যুদ্ধ-ধ্বংসের চক্রকে বোঝাতে।

বিভাগ ৩ — সম্পূর্ণ কবিতা

আমাকে সেই অস্ত্র ফিরিয়ে দাও
সভ্যতার সেই প্রতিশ্রুতি
সেই অমোঘ অনন্য অস্ত্র
আমাকে ফিরিয়ে দাও।

সেই অস্ত্র আমাকে ফিরিয়ে দাও
যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে
পৃথিবীর যাবতীয় অস্ত্র হবে আনত
যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে
অরণ্য হবে আরও সবুজ
নদী আরও কল্লোলিত
পাখিরা নীড়ে ঘুমোবে।

যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে
ফসলের মাঠে আগুন জ্বলবে না
খাঁ খাঁ করবে না গৃহস্থালি।

সেই অস্ত্র আমাকে ফিরিয়ে দাও
যে অস্ত্র ব্যাপ্ত হলে
নক্ষত্রখচিত আকাশ থেকে আগুন ঝরবে না
মানব বসতির বুকে
মুহূর্তের অগ্ন্যুৎপাত

লক্ষ লক্ষ মানুষকে করবে না পঙ্গু-বিকৃত
আমাদের চেতনা জুড়ে তারা করবে না আর্তনাদ
সেই অস্ত্র
যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে
বার বার বিধ্বস্ত হবে না ট্রয়নগরী।

আমি সেই অবিনাশী অস্ত্রের প্রত্যাশী
যে ঘৃণা বিদ্বেষ অহংকার এবং জাত্যভিমানকে করে বার বার পরাজিত।

যে অস্ত্র আধিপত্যের লোভকে করে নিশ্চিহ্ন
যে অস্ত্র মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে না
করে সমাবিষ্ট
সেই অমোঘ অস্ত্র— ভালোবাসা
পৃথিবীতে ব্যাপ্ত করো।

বিভাগ ৪ — লাইন-বাই-লাইন বিস্তারিত ব্যাখ্যা

স্তবক ১: উদ্বোধনী আবেদন

🖇 আমাকে সেই অস্ত্র ফিরিয়ে দাও

➤ কবি সরাসরি একটি অনুরোধ বা আবেদন দিয়ে কবিতা শুরু করেছেন। 'সেই' শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ — এটি পাঠকের মনে কৌতূহল জন্মায়: কোন্ অস্ত্র? সেই অস্ত্রটি অতীতে ছিল, এখন নেই — তাই 'ফিরিয়ে দাও'।

পরীক্ষার নোট: এই লাইনটি কবিতার মূল আবেদনের সুর নির্ধারণ করে। পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হয়: 'কবি কার কাছে কী ফিরিয়ে চাইছেন?'

🖇 সভ্যতার সেই প্রতিশ্রুতি

➤ 'সভ্যতার প্রতিশ্রুতি' মানে সভ্যতা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল — শান্তি, মানবতা, পারস্পরিক সহাবস্থান। কিন্তু সভ্যতা সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনি — বরং পারমাণবিক বোমা, গণহত্যা, উপনিবেশবাদের মাধ্যমে সেই প্রতিশ্রুতি ভেঙে দিয়েছে।

পরীক্ষার নোট: এখানে 'সভ্যতা' একটি বিমূর্ত ধারণা যাকে কবি সম্বোধন করেছেন।

🖇 সেই অমোঘ অনন্য অস্ত্র

➤ 'অমোঘ' মানে অব্যর্থ, অনিবার্য — যা কখনো ব্যর্থ হয় না। 'অনন্য' মানে তুলনাহীন। এই দুটি বিশেষণ দিয়ে কবি বোঝাচ্ছেন এই অস্ত্র সকল হিংসাত্মক অস্ত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ — কারণ এটি ধ্বংস নয়, সৃষ্টি করে।

পরীক্ষার নোট: অনুপ্রাস অলংকার: 'অমোঘ অনন্য অস্ত্র' — 'অ' ধ্বনির পুনরাবৃত্তি।

স্তবক ২: প্রকৃতির উপর ভালোবাসার প্রভাব

🖇 পৃথিবীর যাবতীয় অস্ত্র হবে আনত

➤ 'আনত' মানে নতশিরে, পরাজিত। যখন ভালোবাসার অস্ত্র জেগে উঠবে, তখন সমস্ত হিংসাত্মক অস্ত্র — বন্দুক, বোমা, ক্ষেপণাস্ত্র — পরাজিত হয়ে মাথা নত করবে। এটি একটি শক্তিশালী বৈপরীত্য: ভালোবাসা বনাম সহিংসতা।

পরীক্ষার নোট: এই লাইনটি কবিতার সবচেয়ে সারগর্ভ চিন্তা।

🖇 অরণ্য হবে আরও সবুজ/ নদী আরও কল্লোলিত/ পাখিরা নীড়ে ঘুমোবে।

➤ ভালোবাসা শুধু মানুষের মধ্যে নয়, পুরো প্রকৃতির মধ্যেও ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। যুদ্ধে বন পোড়ানো হয়, নদী দূষিত হয়, পাখিরা ভয়ে নীড় ছাড়ে — ভালোবাসার জয়ে এই সব থামবে। 'কল্লোলিত' মানে কলকল শব্দে প্রবাহিত, প্রাণবন্ত।

পরীক্ষার নোট: তিনটি প্রাকৃতিক রূপক: অরণ্য (পরিবেশ), নদী (প্রবাহ ও জীবন), পাখি (স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা)।

স্তবক ৩: কৃষি ও গার্হস্থ্য জীবনের সুরক্ষা

ফসলের মাঠে আগুন জ্বলবে না

➤ যুদ্ধে শত্রুপক্ষ প্রায়ই শস্যক্ষেত পুড়িয়ে দেয় যাতে মানুষ দুর্ভিক্ষে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এবং পরবর্তী অনেক যুদ্ধে এই কৌশল ব্যবহার হয়েছে। ভালোবাসা ছড়িয়ে পড়লে কৃষকের ফসল নিরাপদ থাকবে।

পরীক্ষার নোট: এটি সাধারণ কৃষিজীবী মানুষের দুর্ভোগের প্রতীক।

খাঁ খাঁ করবে না গৃহস্থালি

➤ 'গৃহস্থালি' মানে পরিবারের সংসার। 'খাঁ খাঁ করা' মানে সম্পূর্ণ শূন্য ও নিঃসঙ্গ হয়ে যাওয়া। যুদ্ধে স্বামী-সন্তান মারা গেলে বা যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেলে সংসার শূন্য হয়ে পড়ে। ভালোবাসার জয়ে এই বিচ্ছেদ থাকবে না।

পরীক্ষার নোট: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এই লাইনটি বিশেষ মর্মস্পর্শী।

স্তবক ৪: পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহতা

নক্ষত্রখচিত আকাশ থেকে আগুন ঝরবে না মানব বসতির বুকে

➤ 'নক্ষত্রখচিত আকাশ' মানে তারাভরা আকাশ — এখান থেকে বিমান উড়ে বোমা ফেলে। হিরোশিমায় B-29 বিমান থেকে পারমাণবিক বোমা ফেলা হয়েছিল। 'মানব বসতির বুকে' — সাধারণ নিরীহ মানুষের আবাসস্থলে।

পরীক্ষার নোট: এটি হিরোশিমা-নাগাসাকি বোমা হামলার প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত। পরীক্ষায় এই রেফারেন্স উল্লেখ করলে বাড়তি নম্বর পাওয়া যায়।

মুহূর্তের অগ্ন্যুৎপাত/ লক্ষ লক্ষ মানুষকে করবে না পঙ্গু-বিকৃত

➤ 'অগ্ন্যুৎপাত' মানে আগুনের বিস্ফোরণ। পারমাণবিক বিস্ফোরণে মাত্র কয়েক সেকেন্ডে লক্ষ মানুষ মারা যায়, বিকৃত হয়। 'পঙ্গু-বিকৃত' — শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। রেডিয়েশনের প্রভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই ক্ষতি বহন করে।

পরীক্ষার নোট: দুটি শব্দ দিয়ে দুই ধরনের ক্ষতি: পঙ্গু = শারীরিক, বিকৃত = আকারগত/মানসিক।

আমাদের চেতনা জুড়ে তারা করবে না আর্তনাদ

➤ যুদ্ধে নিহত মানুষের কান্না আমাদের স্মৃতি ও বিবেককে দংশন করে। 'চেতনা' মানে মন ও বিবেক। মৃত মানুষের আর্তনাদ প্রজন্মের পর প্রজন্ম মানুষকে তাড়া করে। ভালোবাসা বিজয়ী হলে এই মানসিক যন্ত্রণা থেমে যাবে।

পরীক্ষার নোট: এটি যুদ্ধের মানসিক ট্রমার গভীর চিত্র।

বার বার বিধ্বস্ত হবে না ট্রয়নগরী

➤ ট্রয় একবারই ধ্বংস হয়েছিল, কিন্তু কবি বলছেন 'বার বার' — এর মানে পৃথিবীর প্রতিটি যুদ্ধ আসলে ট্রয়ের পুনরাবৃত্তি। ইতিহাসে বারবার নগর ধ্বংস হয়েছে — ঢাকা, কোলকাতা, বার্লিন, হিরোশিমা। ভালোবাসা এই ধ্বংসচক্র ভাঙতে পারে।

পরীক্ষার নোট: পুরাণের রেফারেন্স। পরীক্ষায় ট্রয়ের পরিচয় এবং এখানে কেন ব্যবহার করা হয়েছে তা বিস্তারিত লিখতে হবে।

স্তবক ৫: ভালোবাসার শত্রুরা

আমি সেই অবিনাশী অস্ত্রের প্রত্যাশী

➤ 'অবিনাশী' মানে যাকে ধ্বংস করা যায় না। ভালোবাসাকে বোমা দিয়ে মারা যায় না — এটি অবিনাশী। 'প্রত্যাশী' মানে যিনি প্রতীক্ষায় আছেন, আকাঙ্ক্ষী। কবি নিজেকে সেই অস্ত্রের অপেক্ষাকারী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

পরীক্ষার নোট: কবির ব্যক্তিগত অঙ্গীকার প্রকাশিত হয়েছে এখানে।

যে ঘৃণা বিদ্বেষ অহংকার এবং জাত্যভিমানকে করে বার বার পরাজিত

➤ চারটি নেতিবাচক শক্তি: (১) ঘৃণা — অপরের প্রতি বিদ্বেষ, (২) বিদ্বেষ — শত্রুতা, (৩) অহংকার — নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করা, (৪) জাত্যভিমান — নিজের জাতি বা গোষ্ঠীকে শ্রেষ্ঠ মনে করার অহংকার। এগুলোই সমস্ত যুদ্ধের মূল কারণ। ভালোবাসা এদের বারবার পরাজিত করে।

পরীক্ষার নোট: চারটি শব্দের অর্থ আলাদাভাবে লিখে আসতে পারে পরীক্ষায়।

স্তবক ৬ (চূড়ান্ত): রহস্য উন্মোচন

যে অস্ত্র আধিপত্যের লোভকে করে নিশ্চিহ্ন

➤ 'আধিপত্য' মানে কর্তৃত্ব বিস্তারের ইচ্ছা — উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ। অন্য দেশ বা জাতির উপর কর্তৃত্ব করার লোভই যুদ্ধ ডেকে আনে। ভালোবাসা এই লোভকে 'নিশ্চিহ্ন' — সম্পূর্ণ মুছে দেয়।

পরীক্ষার নোট: সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনার প্রকাশ।

যে অস্ত্র মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে না, করে সমাবিষ্ট

➤ হিংসাত্মক অস্ত্র মানুষকে আলাদা করে, বিভাজন তৈরি করে। কিন্তু ভালোবাসার অস্ত্র মানুষকে 'সমাবিষ্ট' করে — একত্রিত করে, অন্তর্ভুক্ত করে। বিচ্ছিন্নতা বনাম একতা — এই দ্বন্দ্বই কবিতার কেন্দ্রীয় বৈপরীত্য।

পরীক্ষার নোট: 'সমাবিষ্ট' শব্দটি পরীক্ষায় অর্থ জিজ্ঞেস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

সেই অমোঘ অস্ত্র— ভালোবাসা— পৃথিবীতে ব্যাপ্ত করো।

➤ এটি কবিতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লাইন। সারা কবিতার রহস্যের উত্তর এখানে: সেই অস্ত্র হলো 'ভালোবাসা'। 'ব্যাপ্ত করো' মানে ছড়িয়ে দাও, বিস্তার করো। এটি একটি সর্বজনীন আহ্বান — সকল মানুষকে ভালোবাসাকে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিতে বলা হচ্ছে।

পরীক্ষার নোট: পরীক্ষায় 'কবিতার সমাপনী বার্তা কী?' প্রশ্নের উত্তরে এই লাইনটি অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

বিভাগ ৫ — শব্দার্থ ও ব্যাখ্যা

শব্দ	অর্থ
অমোঘ	অব্যর্থ, যা কখনো ব্যর্থ হয় না
অনন্য	তুলনাহীন, অদ্বিতীয়
আনত	নতশিরে, পরাজিত
কল্লোলিত	কলকল শব্দে প্রবাহিত, আনন্দময়
অগ্ন্যুৎপাত	আগুনের বিস্ফোরণ
জাত্যভিমান	নিজের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার
সমাবিষ্ট	একসাথে অন্তর্ভুক্ত, একত্রিত
অবিনাশী	যাকে ধ্বংস করা যায় না
প্রত্যাশী	যিনি প্রত্যাশা বা আকাঙ্ক্ষা করেন
নিশ্চিহ্ন	সম্পূর্ণ মুছে যাওয়া, চিহ্নমাত্র নেই
বিধ্বস্ত	ভেঙে পড়া, সম্পূর্ণ ধ্বংস
আর্তনাদ	যন্ত্রণার চিৎকার বা কান্না
গৃহস্থালি	পরিবারের সংসার ও গার্হস্থ্য জীবন
নক্ষত্রখচিত	তারাখচিত, নক্ষত্রে ভরা
আধিপত্য	কর্তৃত্ব বিস্তার, প্রভুত্ব
বিচ্ছিন্ন	আলাদা হয়ে যাওয়া
ব্যাপ্ত	ছড়িয়ে পড়া, বিস্তৃত হওয়া
বিদ্বেষ	শত্রুতা, ঘৃণার মনোভাব
চেতনা	মন, বোধ, অনুভূতি
উত্তোলিত	উপরে তোলা, উঁচু করা

বিভাগ ৬ — মূলভাব ও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ

১. যুদ্ধবিরোধী চেতনা

কবিতাটি মূলত একটি শান্তির আবেদন। পারমাণবিক বোমার ভয়াবহতা, যুদ্ধে ফসলক্ষেত পোড়ানো, নগর ধ্বংস — সব মিলিয়ে কবি যুদ্ধের বিরুদ্ধে গভীর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বের ভয়াবহ অভিজ্ঞতাই এই কবিতার প্রেরণা।

২. মানবতাবাদ

কবি সকল মানুষকে এক দেখেছেন — জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে। ঘৃণা, বিদ্বেষ, জাত্যভিমানের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট। মানুষকে 'বিচ্ছিন্ন' না করে 'সমাবিষ্ট' করাই ভালোবাসার কাজ — এই মানবতাবাদী দর্শনই কবিতার কেন্দ্র।

৩. ভালোবাসার সর্বোচ্চ শক্তি

কবি ভালোবাসাকে কেবল আবেগ নয়, একটি শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই অস্ত্র 'অমোঘ' — অব্যর্থ, 'অবিনাশী' — অক্ষয়। পারমাণবিক বোমার চেয়েও শক্তিশালী কারণ এটি ধ্বংস করে না — সৃষ্টি করে।

৪. ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক সংযোগ

ট্রয়নগরীর প্রতীক ব্যবহার করে কবি দেখিয়েছেন যুদ্ধের ইতিহাস চিরকালীন। প্রাচীন ট্রয় থেকে আধুনিক হিরোশিমা — মানুষ বারবার একই ভুল করেছে। কবি চান এই চক্র ভাঙতে।

৫. পরিবেশ ও প্রকৃতির সুরক্ষা

অরণ্য, নদী, পাখির মাধ্যমে কবি দেখিয়েছেন ভালোবাসা শুধু মানুষের মধ্যে নয়, সমগ্র প্রকৃতিকেও সুরক্ষিত করে। যুদ্ধ পরিবেশ ধ্বংস করে — ভালোবাসা পরিবেশকে বাঁচায়।

বিভাগ ৭ — কাব্যশিল্প ও অলংকার

অলংকার	উদাহরণ ও ব্যাখ্যা
অনুপ্রাস	"অমোঘ অনন্য অস্ত্র" — 'অ' ধ্বনির পুনরাবৃত্তি। ধ্বনিসাম্য সৃষ্টি করে।
রূপক	ভালোবাসা = অস্ত্র। বিমূর্ত ভালোবাসাকে বস্তুগত অস্ত্রের রূপ দেওয়া হয়েছে।
পুনরাবৃত্তি	"আমাকে ফিরিয়ে দাও", "যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে" — বারবার আসে। কবির আকুলতা ও জোর বাড়ে।
বিপরীত চিত্র (অ্যান্টিথিসিস)	সহিংস অস্ত্র বনাম ভালোবাসার অস্ত্র — ধ্বংস বনাম সৃষ্টি। সমগ্র কবিতা এই বৈপরীত্যে নির্মিত।
প্রতীক	ট্রয়নগরী = যুদ্ধের চিরাচরিত ধ্বংস। পাখির নীড় = শান্তি ও নিরাপত্তা।
পৌরাণিক ইঙ্গিত (Allusion)	ট্রয়নগরী — গ্রিক পুরাণের বিখ্যাত যুদ্ধকে ইতিহাসের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার।

মানবায়ন	সভ্যতার প্রতিশ্রুতি — সভ্যতাকে একটি মানুষের মতো দায়িত্বশীল সত্তা হিসেবে দেখানো।
চিত্রকল্প (Imagery)	"অরণ্য... সবুজ", "নদী... কল্লোলিত", "ফসলের মাঠে আগুন" — দৃষ্টিগ্রাহ্য ও শ্রবণগ্রাহ্য চিত্র।

বিভাগ ৮ — HSC পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর নির্দেশনা

নিচের প্রশ্নগুলো HSC পরীক্ষায় বারবার এসেছে। প্রতিটি প্রশ্নের পাশে উত্তরের মূল পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন (১ নম্বর)

প্রশ্ন	উত্তর
আহসান হাবীব কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?	পিরোজপুর জেলার শংকরপাশায়।
'অমোঘ' শব্দের অর্থ কী?	অব্যর্থ, যা কখনো ব্যর্থ হয় না।
'সমাবিষ্ট' শব্দের অর্থ কী?	একত্রিত, একসাথে অন্তর্ভুক্ত।
কবিতায় কবি কোন অস্ত্রের প্রত্যাশী?	ভালোবাসা — যা ঘৃণা, বিদ্বেষ ও জাত্যভিমানকে পরাজিত করে।
'কল্লোলিত' শব্দের অর্থ কী?	কলকল শব্দে প্রবাহিত, আনন্দময়।

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন (২ নম্বর)

◆ **প্রশ্ন:** 'সেই অস্ত্র' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর: কবিতার শেষে স্পষ্ট হয় যে 'সেই অস্ত্র' হলো ভালোবাসা। এটি 'অমোঘ' কারণ কখনো ব্যর্থ হয় না। 'অনন্য' কারণ সব অস্ত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ — ধ্বংস করে না, বরং ঘৃণা ও বিদ্বেষকে পরাজিত করে এবং মানুষকে একত্রিত করে।

◆ **প্রশ্ন:** 'ট্রয়নগরী' উল্লেখ করার উদ্দেশ্য কী?

উত্তর: ট্রয় গ্রিক পুরাণের একটি যুদ্ধে ধ্বংস হওয়া বিখ্যাত নগর। কবি এটি ব্যবহার করেছেন ইতিহাসের বারবার সংঘটিত যুদ্ধ ও ধ্বংসের প্রতীক হিসেবে। বোঝাতে চেয়েছেন — প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত যুদ্ধের ধারা অব্যাহত। ভালোবাসাই এই চক্র ভাঙতে পারে।

◆ **প্রশ্ন:** "নক্ষত্রখচিত আকাশ থেকে আগুন ঝরবে না" — এর তাৎপর্য কী?

উত্তর: এটি হিরোশিমা-নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা হামলার ইঙ্গিত। আকাশ থেকে বিমান বোমা ফেলে — তারাভরা সুন্দর আকাশ মৃত্যুর উৎস হয়ে ওঠে। ভালোবাসা ছড়িয়ে পড়লে এই ধ্বংস বন্ধ হবে।

প্রয়োগমূলক ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন (৩–৪ নম্বর)

◆ **প্রশ্ন ১:** 'সেই অস্ত্র' কবিতায় কবির যুদ্ধবিরোধী চেতনা বিশ্লেষণ করো।
উত্তরের কাঠামো: (১) পারমাণবিক বোমার প্রেক্ষাপট উল্লেখ, (২) কবিতায় যুদ্ধের ক্ষতির চিত্র — ফসলক্ষেত, গৃহস্থালি, মানুষ পঙ্গু, (৩) ট্রয়নগরীর প্রতীক, (৪) সমাধান হিসেবে ভালোবাসার প্রস্তাব।

◆ **প্রশ্ন ২:** কবিতায় ব্যবহৃত প্রকৃতির চিত্রকল্পগুলো আলোচনা করো।
উত্তরের কাঠামো: (১) অরণ্য-সবুজ (পরিবেশ সুরক্ষা), (২) নদী-কল্লোলিত (জীবনের প্রবাহ), (৩) পাখির নীড় (স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা), (৪) ফসলের মাঠ (কৃষিজীবী মানুষ) — প্রতিটি চিত্রকল্পের বিশ্লেষণ।

◆ **প্রশ্ন ৩:** ভালোবাসাকে কেন 'অবিনাশী অস্ত্র' বলা হয়েছে?
উত্তরের কাঠামো: (১) সহিংস অস্ত্র ধ্বংস করে, ভালোবাসা সৃষ্টি করে, (২) বোমা দিয়ে ভালোবাসা মারা যায় না, (৩) ভালোবাসা ঘৃণা-বিদ্বেষ-জাত্যভিমান জয় করে, (৪) এটি মানুষকে একত্রিত করে — তাই অবিনাশী।

বিভাগ ৯ — তুলনামূলক বিশ্লেষণ: সহিংস অস্ত্র বনাম ভালোবাসার অস্ত্র

সহিংস অস্ত্র (যুদ্ধ)	ভালোবাসার অস্ত্র (শান্তি)
✗ ধ্বংস করে	✔ সৃষ্টি করে
✗ মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে	✔ মানুষকে সমাবিষ্ট করে
✗ অরণ্য পোড়ায়	✔ অরণ্য সবুজ করে
✗ ফসলের মাঠে আগুন দেয়	✔ ফসল বাঁচায়
✗ পাখিকে নীড় থেকে তাড়ায়	✔ পাখিকে নীড়ে ঘুমাতে দেয়
✗ নগর বিধ্বস্ত করে	✔ নগর গড়ে তোলে
✗ পঙ্গু ও বিকৃত করে	✔ সুস্থ ও সম্পূর্ণ রাখে
✗ আর্তনাদ তৈরি করে	✔ আর্তনাদ থামায়

বিভাগ ১০ — বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ) অনুশীলন

নিচের প্রশ্নগুলো HSC পরীক্ষার ধাঁচে তৈরি। উত্তর পৃষ্ঠার শেষে দেওয়া আছে।

১. 'সেই অস্ত্র' কবিতায় 'সেই অমোঘ অস্ত্র' কোনটি?
(ক) পারমাণবিক বোমা (খ) ভালোবাসা (গ) বন্দুক (ঘ) তলোয়ার

২. আহসান হাবীব কোন পুরস্কার পেয়েছিলেন?
(ক) জাতীয় পুরস্কার (খ) নোবেল পুরস্কার (গ) একুশে পদক (ঘ) রাষ্ট্রপতি পদক

৩. 'আনত' শব্দের অর্থ কী?
(ক) উঁচু (খ) পরাজিত, নতশিরে (গ) সুন্দর (ঘ) আলোকিত

৪. কবিতায় 'ট্রয়নগরী' কিসের প্রতীক?
(ক) প্রেমের (খ) শান্তির (গ) ইতিহাসের বারবার সংঘটিত যুদ্ধ ও ধ্বংস (ঘ) সমৃদ্ধির

৫. 'জাত্যভিমান' মানে কী?
(ক) দেশপ্রেম (খ) জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার (গ) ভালোবাসা (ঘ) সংস্কৃতি

৬. কবিতায় ভালোবাসাকে 'অবিনাশী' বলা হয়েছে কারণ —
(ক) এটি দামি (খ) এটি পুরনো (গ) এটি ধ্বংস করা যায় না (ঘ) এটি বড়

উত্তর: ১-খ, ২-গ, ৩-খ, ৪-গ, ৫-খ, ৬-গ

© Learnfinity BD | এই লেকচার শিটটি Learnfinity BD-র একচেটিয়া সম্পদ।
অননুমোদিত অনুলিপি, ফটোকপি বা বিতরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। | Knowledge Without Boundaries